আখেরাত সিরিজ-১৫

কিয়ামত পর্ব-৪

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ৩২ টি নাম আখেরাত সিরিজ-১ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ টি নামের তৃতীয়টি "কিয়ামত" আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আয যুমার ৩৯:১৫**

১. প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোক তারাই যারা, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত করবে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে।

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

'আর তোমার আল্লাহর পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদাত করো।' বলো, 'ক্ষতিগ্রস্থ তাহারাই যাহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' (সূরা আয যুমার ৩৯:১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:   সূরা আয যুমার ৩৯:২৪

২. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দিয়ে কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার সমতুল্য, যে যা থেকে নিরাপদ?

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ قِيْلَ
لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তাহার মত যে নিরাপদ? জালিমদেরকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি অস্বাদন কর।' (সূরা আয যুমার ৩৯:২৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:   সূরা আজ জুমার ৩৯:৩১

৩. তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রভুর সামনে নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাকবিতন্ডা করিবে. (সূরা আজ জুমার ৩৯:৩১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয যুমার ৩৯:৪৭

৪. যারা জুলুম করে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো এবং আরো সমপরিমাণ সম্পদ যদি তাদের থাকে, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপন হিসেবে তারা সবই দিয়ে দেবে।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ
لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদের থাকে, দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ এবং ইহার সমপরিমাণ সম্পদ, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই। (সূরা আয যুমার ৩৯:৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয যুমার ৩৯:৬০

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের চেহারা দেখবে কালো।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ
اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

যাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ কালো দেখিবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (সূরা আয যুমার ৩৯:৬০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আয যুমার ৩৯:৬৭**

৬. তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয়না। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুষ্টিতে, আর মহাকাশ থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে।

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাহার দক্ষিণ হস্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহা শরীক করে তিনি তাঁহার উর্ধ্বে। (সূরা আয যুমার ৩৯:৬৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ফাসিলাত ৪১:৪০**

৭. কিয়ামতের দিন যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে ভালো, নাকি নিরাপদে থাকবে, সে ভালো?

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي
النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا
شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾

যাহারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচরে নয়. শ্রেষ্ঠ কে- যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে? তোমাদের যাহা ইচ্ছা করো; তোমরা যাহা করো তিনি তাঁহার সম্যক দ্রষ্টা. (সূরা ফাসিলাত ৪১:৪০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আশ শূরা ৪২:৪৫

৮. আসল ক্ষতিগ্রস্থ তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

তুমি উহাদেরকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মুমিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্থ তাহারাই যাহারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা অবশ্যই ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি। (সূরা আশ শূরা ৪২:৪৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৭

৯. তারা যে বিষয়ে বিরোধিতা করে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন তোমার প্রভু।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

আমি উহাদের সুস্পষ্ট প্রমান দান করিয়াছিলাম দিন সম্পর্কে। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। (সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল জাসিয়া ৪৫:২৬

১০. আল্লাহই তোমাদের হায়াত দান করেন এবং মউত ঘটান, অতঃপর তিনিই তোমাদের কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করে একত্রিত করবেন।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا
رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

বল, 'আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। (সূরা আল জাসিয়া ৪৫:২৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আহকাফ ৪৬:৫

১১. ওই ব্যক্তির চাইতে বড় বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না?

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾

সেই ব্যাক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উহাতে সারা দিবে না? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। (সূরা আল আহকাফ ৪৬:৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:   সূরা আল মুজদালা ৫৮:৭

১২. তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের অবহিত করবেন তারা কি করেছিল?

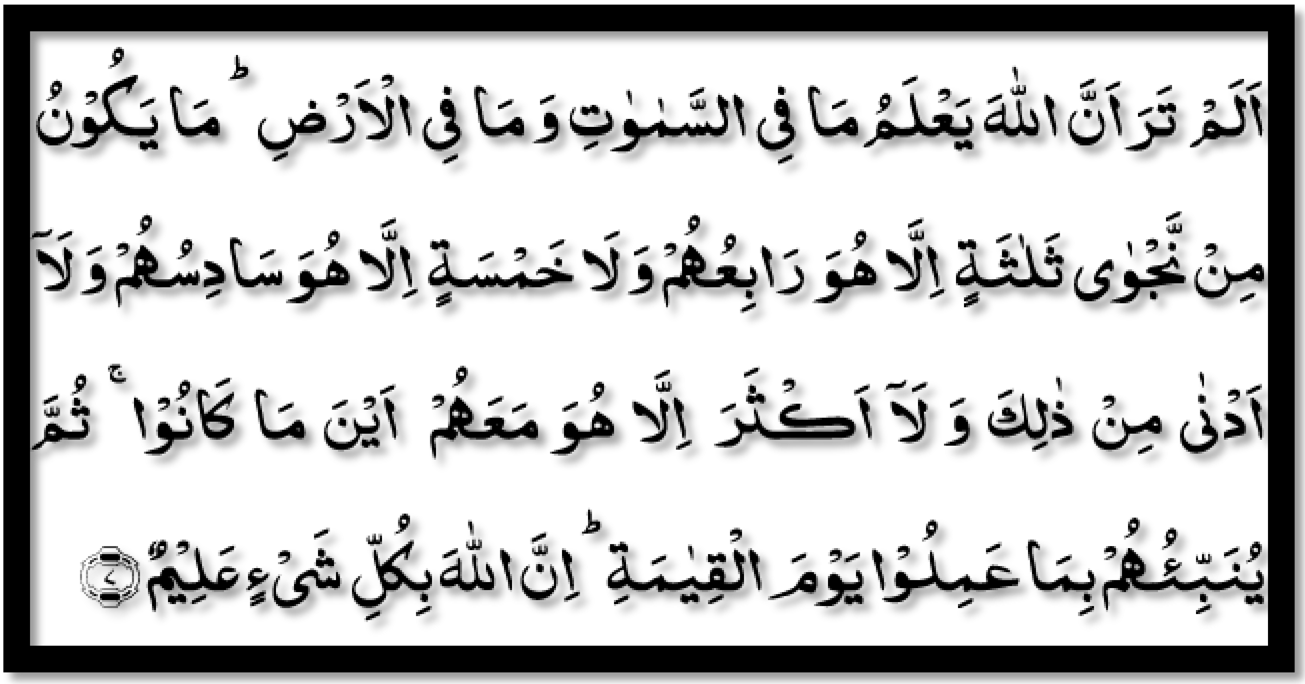
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُوْنُ
مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾

তুমি কি লক্ষ করো না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন? তিন ব্যাক্তির মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাহাদের সঙ্গেই আছেন, উহারা যেখানে থাকুক না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে, তিনি উহাদের কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।
(সূরা আল মুজদালা ৫৮:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:৩

১৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো কাজে আসিবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তোমরা যাহা করো তিনি তাহা দেখেন।

(সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল ক্বালাম ৬৮:৩৯

১৪. নাকি আমার সাথে তোমাদের কোনো অংগিকার আছে যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ
لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

তোমাদের কি আমার সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোনো অঙ্গীকার রহিয়াছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহাই পাইবে? (সূরা আল ক্বালাম ৬৮:৩৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১ থেকে ১৫**

১৫. আমি শপথ করছি কিয়ামতকালের। সে প্রশ্ন করে কখন আসবে কিয়ামত কাল?

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ ١

আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের, (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১)

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ ٢

আরো শপথ করিতেছি তিরস্কারকারীর আত্মার। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:২)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۗ ٣

মানুষ কিমনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না? (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৩)

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ٤

বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পূর্ণবিন্যস্ত করিতে সক্ষম। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৪)

بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۚ ٥

তবুও মানুষ তাহার ভবিষ্যতেও পাপাচার করিতে চায়। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৫)

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾

সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?' (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৬)

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾

যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৭)

وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন, (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৮)

وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾

যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে- (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:৯)

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾

সেদিন-মানুষ বলিবে, 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়?' (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১০)

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾

না, কোনো আশ্রয় স্থল নাই। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১১)

সেদিন ঠাই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১২)

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
(সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১৩)

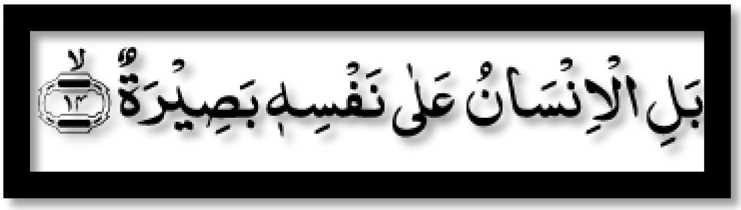

বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, (সূরা আল কিয়ামা ৭৫:১৪)

যদিও সে নানা অজুহাতে অবতারণা করে। (সূরা আল কিয়াম ৭৫:১৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব আল্লাহ তা'আলা নিবেন। হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম। নেক আমল ছাড়া সেদিন কোনো কিছুই কাজে আসবে না। আসুন আমরা কোরআন হাদিস মোতাবেক আমাদের আমল সহিহ করে নেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/